তেল ও প্যালেস্টাইন
আবার স্নায়ুযুদ্ধ

লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

গেল সপ্তাহে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন মধ্যপ্রাচ্য সফর করে গেলেন। নানা দিক দিয়ে সফরটি উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর রাশিয়ার কোনো নেতা এবারই প্রথম সফর করলেন। দ্বিতীয়ত, বিশেষজ্ঞদের ধারণা সফরটি রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তনের ইঙ্গিত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পুতিনের সফরের মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যকে কেন্দ্র করে স্নায়ুযুদ্ধের প্রত্যাবর্তনের আশঙ্কা।

চার দশকের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে এটাই রাশিয়ান নেতার প্রথম আগমন। সফরে পুতিন মিসর, ইসরায়েল এবং প্যালেস্টাইন ঘুরে গেছেন। দেখা করেছেন অ্যারিয়েল শ্যারন এবং মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে। মধ্যপ্রাচ্যের পত্রপত্রিকায় সঙ্গত কারণেই বিভিন্ন কোণ থেকে সফরটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইসরায়েলি মিডিয়া মনে করছে, পুতিনের সফর কোনো সাফল্য বয়ে আনুক বা না আনুক, 'সফর' হিসেবেই এটি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এর মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের অবস্থানকে মেনে নেয়া হলো। অন্যদিকে আরব পত্রপত্রিকার অভিমত, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি আলোচনাকে এগিয়ে নিতে এবং এ অঞ্চলে রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে রাশিয়ার অংশগ্রহণ সাহায্য করবে। দীর্ঘদিন যাবৎ মস্কো মধ্যপ্রাচ্য থেকে হাত গুটিয়ে রেখেছে। পুতিনের সফরের মধ্য দিয়ে এবার নতুন যুগের সূচনা ঘটবে- আরব বিশ্লেষকরা এমন অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। অন্যদিকে রাশিয়ার পত্র-পত্রিকায়ও সফরটিকে 'গুরুত্ববহ' হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে দেশটির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। তাছাড়া প্রেসিডেন্ট বুশের প্রস্তাবিত 'রোডম্যাপ' শান্তি উদ্যোগে রাশিয়াও একটি পক্ষ। কাজেই মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে রাশিয়া ইচ্ছা করলেও উদাসীন থাকতে পারবে না, এ কথাই মনে করিয়ে দিয়েছে রাশিয়ার পত্রিকাগুলো।

নিজ দেশে পুতিন অবশ্য তেমন সুবিধাজনক অবস্থানে নেই। বেসরকারীকরণ, সামাজিক সেবামূলক সুবিধা হ্রাস, পেনসন হ্রাস, অর্থনৈতিক সংস্কার ইত্যাদি নানা ইস্যুতে ব্যাপক সমালোচনার মুখে আছেন পুতিন। এছাড়া ইউক্রেন, কিরগিজস্তানের মতো সাবেক সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রসমূহে পশ্চিমপন্থি গণ অভ্যুত্থানে পুতিন উদ্বিগ্ন নিঃসন্দেহে।

শুধু ক্রেমলিন নয়, দেশটির সাধারণ মানুষও মনে করে মধ্য এশিয়ার তেলসমৃদ্ধ দেশসমূহের ওপর আমেরিকার চোখ পড়েছে। দেশগুলোকে বগলদাবা করার জন্য মরিয়া হয়ে আমেরিকা একের পর এক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে চলেছে। গণতন্ত্রের লেবাসে মার্কিন হায়েনার এই অনুপ্রবেশ রাশিয়াকে শঙ্কিত করছে। অন্যদিকে, মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন থেকেই শক্তি প্রয়োগের নীতি অব্যাহত রেখেছে। এতে এই অঞ্চলের তেলের ওপর মার্কিন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পেলেও মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে মার্কিনবিরোধী মনোভাব, যা পশ্চিমা স্বার্থকে বিঘ্নিত করছে বহুলাংশে।

এক সময়ের সুপার পাওয়ার রাশিয়া এই আর্থ-রাজনৈতিক পাটিগণিতের নীরব দর্শক হয়ে বসেছিল এতকাল। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, পুতিন এই নীরবতা ভাঙতে চান। কম্যুনিজমের পতনের পর আরব দেশগুলোর ওপর ক্রেমলিনের প্রভাব হ্রাস পেলেও পুরনো সখ্য এখনো আছে। সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো মস্কোর প্রতি এখনো দুর্বল। এই দুর্বলতা পুতিনের পুঁজি। অন্যদিকে আশির মাঝামাঝিতে ১০ লাখেরও বেশি রাশিয়ান ইহুদি ইসরায়েলে পাড়ি জমিয়েছে। এছাড়া রাশিয়া এক সময় প্যালেস্টাইনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল। অনেক জাতীয়তাবাদী আরব নেতার রাজনৈতিক দীক্ষা ক্রেমলিন থেকে নেয়া।

স্বাভাবিকভাবেই প্যালেস্টাইন-ইসরায়েল সম্পর্ককে প্রভাবিত করার মতো যথেষ্ট সম্ভাবনা পুতিনের আছে। সফরকালে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী শ্যারন ও প্রেসিডেন্ট মোশে কাতসাভের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেছেন। দু'জনেই পুতিনকে সিরিয়া ও ইরানের কাছে অস্ত্র এবং প্রযুক্তির ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ইরানের কাছে পারমাণবিক জ্বালানি সরবরাহের প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়েছেন। এতে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েল উভয়েই নাখোশ। রাশিয়ায় একটি মধ্যপ্রাচ্য কনফারেন্স আয়োজনের পরিকল্পনাও নিয়েছেন পুতিন।

মধ্যপ্রাচ্যের তেল রাশিয়ার অংশগ্রহণকে ত্বরান্বিত করেছে। বুশের তেল ও জ্বালানি উপদেষ্টা ম্যাথিউ সিমন মনে করেন, ২০০৮ সাল নাগাদ ব্যারেলপ্রতি তেলের দাম ১০০ ডলারে গিয়ে ঠেকবে। বর্তমানে ওপেকভুক্ত দেশগুলো ২৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ তেল সরবরাহ করবে। তবুও দাম প্রতি ব্যারেল ৫০ ডলার। কাজেই আগামী দিনগুলোতে মধ্যপ্রাচ্যের ওপর মার্কিন নির্ভরশীলতা আরো বাড়বে।

তেল এবং প্যালেস্টাইনকে কেন্দ্র করে রাশিয়ার বিশ্বমঞ্চে প্রত্যাবর্তন শুধু মধ্যপ্রাচ্যকে নয়, নাড়া দিতে পারে গোটা বিশ্বকে। এখন দেখার বিষয়, রাজনীতির দাবা খেলায় পুতিন নিজেকে কতটা চৌকস প্রমাণ করতে পারেন।